ALL INDIA APPOINTMENT GAZETTE
₹ 3/-
A WEEKLY NEWS PAPER on EMPLOYMENT & TRAINING Opportunities
7, Old Court House Street, Kolkata-700 001
Call : 033 22101820

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২৬ আশ্বিন ১৪২৪ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 13 October 2017 Friday 16 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেটে সংস্করণ ঃ http://www.uttarbangasambad.in

পাত্র-পাত্রীর অভিভাবকদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ করিয়ে দেয়
বিশ্বের বৃহত্তম সর্বাধিক সফল বিবাহ প্রতিষ্ঠান
তথ্যকেন্দ্র
১০ গভর্নমেন্ট প্লেস ইস্ট, কলকাতা ৭০০০৬৯
রাজ ভবনের সামনে, ফোন- ০৩৩ ২২৪৮৪৪৬৭
E-mail : tathyakendra@hotmail.com

দার্জিলিংয়ে আসছি, ঘোষণা বিমলের

দার্জিলিং ও শিলিগুড়ি, ১২ অক্টোবর ঃ ৩০ অক্টোবর তিনি প্রকাশ্যে আসবেন বলে ঘোষণা করলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা সুপ্রিমো বিমল গুরুং। গোপন ডেরা থেকে বৃহস্পতিবার এক অডিয়ো বার্তায় বিমল বলেছেন, 'পাহাড়ের মানুষ নেতার অভাববোধ করছেন। তাঁরা আমাকে দ্রুত প্রকাশ্যে আসার অনুরোধ করছেন। তাই আমি দার্জিলিং ফেরার প্রস্তুতি শুরু করেছি। জনতার মাঝে গিয়ে মরতেও রাজি আছি।' এদিকে বিনয় তামাং এদিন কালিম্পং এবং শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়েছেন, আমাদের চিঠির ভিত্তিতেই পাহাড় নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় সরকার কমিটি গঠন করেছে। তিনি জানিয়েছেন, বেশকিছু কর্মসূচিতে অংশ নিতে শুক্রবার তিনি এবং অনীত থাপা কলকাতায় যাচ্ছেন। রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক ছাড়াও দিল্লিও যেতে পারেন বলে আভাস দিয়েছেন বিনয়।

পাহাড়ের রাশ ধীরে ধীরে বিনয়-অনীত গোষ্ঠীর হাতে চলে যাচ্ছে দেখে গোপন ডেরায় বসে বেশ কিছুদিন ধরেই হাত কামড়াচ্ছেন বিমল গুরুং। পাহাড়ে ফিরে ক্ষমতা পুনর্দখলের ইচ্ছা থাকলেও বহু মামলায় পুলিশ তাঁকে জড়িয়ে দেওয়ায় গ্রেফতারের আশঙ্কা থেকেই সেই আশা পূরণ হচ্ছে না মোর্চা সুপ্রিমোর। কিন্তু এভাবে আর কতদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকবেন ? তাই পাহাড়ে ফেরার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন বিমল। তিনি এদিন অডিয়ো বার্তায় বলেছেন, '৩০ অক্টোবর দার্জিলিং ফেরার প্রস্তুতি শুরু করেছি। আমি পাহাড়ে ফিরব। লক্ষ লক্ষ জনতা আমার সঙ্গে রয়েছেন।

সোমা বর্মন- বনগাইগাঁও
নার্সিং হোমে ছেলে তলিয়ে যাচ্ছিল, তাই ৮ ঘণ্টা অ্যাম্বুলেন্সে করে ডিসান শিলিগুড়িতে নিয়ে এলাম। বনগাইগাঁওতেই অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা ডিসানই করে দিল। ডিসানে আসতেই চিকিৎসা শুরু হল। ১০ দিনের দিন ছেলে হেঁটে বাড়ি ফিরল। ডিসানের জন্যই ছেলেকে ফিরে পেলাম। ভাবাই যায় না!
DESUN HOSPITAL SILIGURI
24hrs EMERGENCY 90516 40000
নর্থবেঙ্গল মেডিকেল কলেজের পাশে

৩০ অক্টোবর দার্জিলিং ফেরার প্রস্তুতি শুরু করেছি। আমি পাহাড়ে ফিরব। লক্ষ লক্ষ জনতা আমার সঙ্গে রয়েছেন।

–বিমল গুরুং

তাঁরা সকলেই রাস্তায় বের হবেন। আমি জনতার মধ্যে গিয়ে গোর্খাল্যান্ড আদায়ের জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত রয়েছি।'

কালিম্পংয়ের কর্মসূচি সেরে এদিন সন্ধ্যায় শিলিগুড়িতে আসেন বিনয়। কালিম্পং এবং শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি দুটি চিঠি দেখিয়ে বলেন, আমি চলতি মাসেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রসচিবকে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের দাবি জিটিএ-র প্রশাসক বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে দুটি চিঠি পাঠিয়েছিলাম। সেই চিঠির ভিত্তিতেই কেন্দ্র ত্রিপাক্ষিক নিয়ে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করেছে। কিন্তু দার্জিলিংয়ের সাংসদ সাংবাদিক বৈঠক করে কমিটি গঠনের ব্যাপারে কৃতিত্ব নিতে চাইছেন।'

তিনি বলেন, 'আমরা শুক্রবার কলকাতায় যাচ্ছি। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে নবান্নে বৈঠক রয়েছে। ১৫ তারিখ সন্ধ্যা ৫টায় রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করব। ১৬ অক্টোবর নবান্নে রাজ্য সরকারের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক রয়েছে। এরই মাঝে ১৪ অক্টোবর আমরা দিল্লিও যেতে পারি। তবে, দিল্লি যাওয়ার কারণ এখনও বলব না, কলকাতায় গিয়ে বলব।'

রাজনৈতিক মহল বলছে, ১৫ তারিখের পর থেকে ফের উত্তপ্ত হতে শুরু করবে পাহাড়। আর ৩০ তারিখে তো পাহাড়ে ক্ষমতা দখলের নাটকের ক্লাইম্যাক্স।

আমরা শুক্রবার কলকাতায় যাচ্ছি। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে নবান্নে বৈঠক রয়েছে। ১৫ তারিখ সন্ধ্যা ৫টায় রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করব। ১৬ অক্টোবর নবান্নে রাজ্য সরকারের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক রয়েছে। এরই মাঝে ১৪ অক্টোবর আমরা দিল্লিও যেতে পারি। তবে, দিল্লি যাওয়ার কারণ এখনও বলব না, কলকাতায় গিয়ে বলব।

–বিনয় তামাং

বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে বিনয় তামাং ও অনীত থাপা। ছবি ঃ সূত্রধর

নজরে খবর

আরুষি মামলায় বেকসুর বাবা-মা

এলাহাবাদ ঃ আরুষি তলোয়ার ও গৃহভৃত্য হেমরাজের হত্যা মামলায় রেহাই পেলেন আরুষির বাবা-মা রাজেশ ও নূপুর তলোয়ার। বৃহস্পতিবার এলাহাবাদ হাইকোর্ট যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে নয়ডার ওই চিকিৎসক দম্পতিকে মুক্তির নির্দেশ দিয়েছে। এর আগে, গাজিয়াবাদের এক বিশেষ সিবিআই আদালত আরুষির বাবা-মাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছিল। সেই রায়ের বিরুদ্ধে তলোয়ার দম্পতি এলাহাবাদ হাইকোর্টে আবেদন জানান।

›› *চারের পাতায়*

ইমরানের পরওয়ানা

ইসলামাবাদ ঃ আদালত অবমাননার অভিযোগে গ্রেফতার হতে পারেন পাক তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) প্রধান ইমরান খান। প্রাক্তন এই ক্রিকেট তারকার বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরওয়ানা জারি করেছে পাক নির্বাচন কমিশন। আগামী ২৬ অক্টোবর শুনানির দিন ধার্য হয়েছে। সেদিন কমিশনের দপ্তরে উপস্থিত না হলে ইমরানকে গ্রেফতার করা হবে বলে কমিশন জানিয়েছে।

কমিশনে মুকুল

নয়াদিল্লি ঃ দলত্যাগী তৃণমূল নেতা মুকুল রায় হঠাৎ কেন নির্বাচন কমিশনের কাছে দেখা করার জন্য সময় চেয়েছেন, তা নিয়ে রাজধানীর রাজনীতিতে ফের জল্পনা শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে মুকুল জানান, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এ কে জ্যোতি সহ অন্য দুই নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তিনি সময় চেয়েছেন। আর এই খবর জানাজানি হওয়ার পরই তাঁর নতুন দল গঠনের সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়। মুকুলের ব্যাখ্যা, তিনি নতুন দল গঠন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য নির্বাচন কমিশনে যাচ্ছেন না। তাঁর বক্তব্য, 'নভেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গের দুটি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হবে। তা নিয়েই কথা বলতে যাব। কমিশনকে অনুরোধ করব, যাতে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট নিশ্চিত করা হয়।' এর পরেও অবশ্য তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মসূচি নিয়ে জল্পনা থামেনি। জানা গিয়েছে, বুধবার দল এবং সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর রাতেই তিনি বিজেপি-র শীর্ষ নেতৃত্বের একাংশের সঙ্গে বৈঠকে বসেন।

মুকুলকে আক্রমণ করে কুণালের আস্থা মমতায়
›› পৃষ্ঠা ১২

আজকের দাম

পেট্রোল- ₹ ৭১.২৩
ডিজেল- ₹ ৫৯.৬৮

তেল কোম্পানি ও দূরত্ব অনুযায়ী দাম সামান্য কমবেশি হবে।
–সূত্র ইন্ডিয়ান অয়েল।

বিন্দু বিসর্গ

এশিয়া কাপের প্র্যাকটিসে নয়। মায়ের ভক্তরা বেরিয়েছে কর আদায়ে।

ব্যবসায়িক স্বার্থে কিছু সংস্থা ভুল বোঝায়। ভুল রিপোর্ট দেয়। মুখে বলে দেয় ডেঙ্গু হয়েছে। ফলে ভুল চিকিৎসাও হয়। এদের বিরুদ্ধে জেলাশাসকদের কঠোর ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

ডেঙ্গু নিয়ে অপপ্রচার চলছে, বললেন মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ অক্টোবর ঃ কলকাতা সহ রাজ্যে ব্যাপক হারে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব ও মৃত্যুর খবর নিয়ে আতঙ্ক ছড়ালেও এই বিষয়ে অপপ্রচার চলছে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, চলতি বছর এ পর্যন্ত রাজ্যে ডেঙ্গুতে ৩০ জনের মতো মৃত্যু হয়েছে, যদিও সরকারিভাবে পাওয়া তথ্য পেশ করে তিনি জানান, এই সংখ্যা ২৪/২৫ জনের বেশি হবে না। উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ায় ডেঙ্গুতে ১ জন মারা গিয়েছেন ও দেগঙ্গায় একটিও ডেঙ্গুর খবর নেই বলে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন। তিনি জানান, এইসব এলাকায় মারণ ডেঙ্গুর আতঙ্কে মানুষ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন বলেও খবর নেই। কলকাতা সংলগ্ন বিধাননগরে ২ জনের ডেঙ্গুতে মৃত্যু হলেও এর জন্য ওখানে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন কার্যালয়গুলির অপরিচ্ছন্নতাকে দায়ী করেন। সম্প্রতি ডেঙ্গু ও অজানা জ্বরের কবলে পড়ে কলকাতা ও রাজ্যে যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে, তার প্রেক্ষিতে এইদিন নবান্নে উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। পরে বলেন, এই সময় জ্বর ইত্যাদি নানা ধরনের শরীর খারাপ হয়। এর জন্য সরকার সতর্ক আছে। জনসাধারণকে সচেতন, সতর্ক থাকতে তিনি পরামর্শ দেন। বলেন, গুজবে কান দেবেন না।

ডেঙ্গু ও অজানা জ্বর নিয়ে প্রশাসনের হেলদোল নেই বলে ইতিমধ্যে বিভিন্ন মহলে অভিযোগ উঠেছে। সিপিএম বিধায়ক সুজন চক্রবর্তী ইতিমধ্যে এ বিষয়ে তাঁকে চিঠিও দিয়েছেন। এইসব অভিযোগের উত্তর দিতে এইদিন রীতিমতো আক্রমণাত্মক ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যে ডেঙ্গুতে মৃতদের তথ্য দেওয়া ছাড়া গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র (তিন রাজ্যই বিজেপি শাসিত), বাম শাসিত কেরল ও আপ শাসিত দিল্লিতে ডেঙ্গু, সোয়াইন ফ্লুতে কতজনের মৃত্যু হয়েছে তার তথ্য পেশ করেন। বেসরকারি রোগ নির্ণয় কেন্দ্র ও চিকিৎসালয়গুলিকে অভিযুক্তর কাঠগড়ায় তুলে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বাড়তি টাকার জন্য এইসব সংস্থা ভুল বোঝায়। ভুল রিপোর্ট দেয়। মুখে বলে দেয় ডেঙ্গু হয়েছে। ফলে ভুল চিকিৎসাও হয়। এদের বিরুদ্ধে জেলাশাসকদের কঠোর ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে জানান, গত ৭/৮ মাসে রাজ্যে ৩০ জনের মতো ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে আছে বিধাননগরে ২ জন, হাবড়ায় ১ জন, কলকাতা পুরসভা এলাকায় ৬ জন, নৈহাটি, হাসনাবাদ, হাড়োয়া, বরানগর, ভাটপাড়া, ডোমজুর, নিউ ব্যারাকপুরে ১ জন করে, উত্তর দমদমে ২ জন, দক্ষিণ দমদমে ৩ জন মারা গিয়েছেন। পরে অবশ্য তিনি জানিয়ে দেন, সরকারিভাবে যে তথ্য তিনি পেয়েছেন এতে সব মিলিয়ে ডেঙ্গুতে মৃতের সংখ্যা ২৪/২৫ জন মতো হবে।

এরপর নয়ের পাতায়

উত্তরকন্যার বৈঠকের আগেই খুন হতেন ভারতী তামাং, অভিযোগ ছেলের

শিলিগুড়ি, ১২ অক্টোবর ঃ অখিল ভারতীয় গোর্খা লিগের সাধারণ সম্পাদক প্রতাপ খাতির বিরুদ্ধে ভারতী তামাংকে হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুললেন সংযোগ তামাং। সংযোগ তৃণমূল কংগ্রেস নেতা হলেও বৃহস্পতিবার তিনি শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস্ ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, আমি কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা হিসাবে নই, ছেলে হিসাবেই মা ভারতী তামাংকে যে হত্যার ষড়যন্ত্র হয়েছে তা নিয়ে বলতে এসেছি।

সংযোগ বলেন, গত ১২ সেপ্টেম্বর উত্তরকন্যায় পাহাড় সমস্যা নিয়ে বৈঠক ডেকেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই বৈঠকে গোর্খা লিগের সভানেত্রী আমার মা ভারতী তামাং, দলের সহসভাপতি লক্ষ্মণ প্রধান সহ পাঁচজন অংশ নিয়েছিলেন। সেই অপরাধে পাঁচজনকে দল থেকে সাসপেন্ড করেছেন দলের সাধারণ সম্পাদক প্রতাপ খাতি। কিন্তু

আমি কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা নই, ছেলে হিসাবেই মা ভারতী তামাংকে যে হত্যার ষড়যন্ত্র হয়েছে তা নিয়ে বলতে এসেছি।

–সংযোগ তামাং

গোর্খা লিগ সভাপতিকেন্দ্রিক দল। সেই দলের একজন সম্পাদক এভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে সভাপতি, সহসভাপতি সহ পাঁচজনকে সাসপেন্ড করতে পারেন না। ভারতীদেবী এখনও গোর্খা লিগের সভানেত্রী বলেই দাবি করেন সংযোগ। তিনি বলেন, দল থেকে সাসপেন্ড করার চিঠি বাড়িতে এসেছিল। কিন্তু মা তা গ্রহণ করেননি।

তিনি বলেন, '১১ সেপ্টেম্বর গোর্খা লিগ বৈঠক করে ঘোষণা করেছিল যে ১২ সেপ্টেম্বরের উত্তরকন্যার বৈঠকে দল অংশ নেবে না। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সভানেত্রী, সহসভাপতি সহ পাঁচজন বৈঠকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। দলের সভানেত্রী হিসাবে ভারতীদেবী এই সিদ্ধান্ত নিতেই পারেন। কিন্তু মা বৈঠকে যাচ্ছেন শুনে প্রতাপ খাতি টেলিফোনে অপর একজনকে মা-কে প্রাণে মারার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ১১ সেপ্টেম্বরই মা খুন হয়ে যেতে পারতেন। আমরা এমনকি এখনও নিরাপত্তার অভাব বোধ করছি।' সংযোগ এদিন সাংবাদিকদের প্রতাপ খাতির সেই মোবাইল বার্তালাপের অডিয়ো রেকর্ডিংও দেন। সেখানে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে, ফোনের ওপারে প্রতাপ কাউকে বলছেন, ভারতী তামাংকে বৈঠকে যাওয়া থেকে আটকাতে হবে। ফোনের ওপারে অপরজন বলছেন, কীভাবে আটকাব ?

এরপর নয়ের পাতায়

নবান্নের সভায় প্রাধান্য পাবে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১২ অক্টোবর ঃ পাহাড়ে বিনয় তামাংয়ের গুরুত্ব কমতে পারে এমন কোনো পদক্ষেপই রাজ্য সরকার নিতে চায় না। আর মূলত এই কারণেই কেন্দ্রের ইচ্ছামতো পাহাড় নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকার উদ্যোগে গা করছে না রাজ্য সরকার। এই নিয়ে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংয়েরও কোনো বাক্যালাপ হয়নি বলে এদিন নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় সূত্রে জানা গিয়েছে। আসলে দার্জিলিং পাহাড় পরিস্থিতি অনেকটাই কবজায় আনতে পেরে রাজ্য সরকার এখন কিছুতেই চায় না তার রাশ অন্যদিকে ঘুরে যাক। আর তা বজায় রাখতে বিনয় তামাংই এখন রাজ্য প্রশাসনের প্রধান অস্ত্র বলে মনে করা হচ্ছে। তাঁর ক্ষমতা এবং সাম্প্রতিককালে অর্জিত আধিপত্য খর্ব হতে পারে এমন আশঙ্কা থেকে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক থেকে পাহাড় ইশ্যুকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায় রাজ্য সরকার। যদিও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের ব্যাপারে কথা হলে রাজ্য সরকারের এই মনোভাব কতটা টিকে থাকবে তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ এই দুজনের মধ্যে সম্পর্ক বরাবরই ভালো। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পাহাড় নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রীকে দিলে তা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে। আপাতত অবশ্য দেওয়ালি-ভাইফোঁটার আগে এধরনের কোনো ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে রাজ্য সরকারের পক্ষে অংশ নেওয়া সম্ভব নয় বলে দিল্লিকে জানিয়েও দেওয়া হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রের খবর।

এদিকে, পাহাড় নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের ইশ্যুতে আগামী ১৬ অক্টোবর নবান্নের বৈঠকও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রাজ্য প্রশাসন সূত্রের খবর, বিনয় তামাং এবং পাহাড়ের অন্য নেতাদের সঙ্গে ওই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাদা করে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ইশ্যু নিয়ে কথা হবেই। দু-পক্ষের মধ্যে এই ব্যাপারে ঐক্যমত হলেই ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের ব্যাপারে রাজি হতে পারে রাজ্য সরকার। তবে সেক্ষেত্রে শর্তাধীনে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে সম্মতি জানাবে রাজ্য সরকার। তার মূল শর্তই হবে বিনয় তামাংদের সসম্মানে ওই ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে। রাজ্য সরকারের অন্যতম এই প্রধান শর্তের কথা জানিয়েও দেওয়া হবে। এছাড়া অন্যান্য শর্ত প্রসঙ্গ কি হবে তা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিনয় তামাংদের নবান্নের ১৬ অক্টোবরের বৈঠকে ঠিক হবে। ইতিমধ্যেই আগামী ১৬ অক্টোবরের বৈঠকের ব্যাপারে নবান্নে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে।

রাজ্য প্রশাসনিক মহলের খবর, বিমল গুরুংদের মুখ রাখতে এবং তাঁদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে বিজেপির চাপে পড়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকতে তোড়জোড় শুরু করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। পাহাড়ের সাংসদও এই ব্যাপারে বাড়তি উদ্যোগ নিয়েছেন। এখন রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে কী মনোভাব দেখায় সেই অপেক্ষায় দিল্লি এবং পাহাড়।

কয়েক ঘণ্টাতেই মাহালি পরিবারে গ্যাস পৌঁছাল

উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর সাফল্য

শিলিগুড়ি ও নকশালবাড়ি, ১২ অক্টোবর ঃ সাড়ে পাঁচ মাস কোনো সাহায্য না পেলেও উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ খবর প্রকাশিত হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রাজ্যের শাসকদলের উদ্যোগে নকশালবাড়ির সেই মাহালি পরিবারে পৌঁছে গেল গ্যাসের সংযোগ। তিনদিনের মধ্যেই ওই পরিবারটিকে গীতাঞ্জলি প্রকল্পের অধীনে ঘর বানিয়ে দেওয়া সহ রাজ্য সরকারের সবরকম প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হবে বলে তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা সভাপতি গৌতম দেব বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন। মন্ত্রীর নির্দেশে নকশালবাড়ি ব্লক প্রশাসনই শুধু নয়, তৃণমূলের ব্লকস্তরের সমস্ত নেতা মাহালি পরিবারকে সবরকম সহযোগিতার জন্য এদিন সকাল থেকেই তাঁর বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছেন।

গত ২৫ এপ্রিল নকশালবাড়ির দক্ষিণ কোটিয়াজোতের রাজু মাহালি এবং গীতা মাহালির বাড়িতে দুপুরের খাবার খেয়েছিলেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শা। দেশের একজন ভিভিআইপি-র একটি আদিবাসী পরিবারে পাত পেড়ে খাওয়ার ঘটনা বৈদ্যুতিন মাধ্যমের দৌলতে চাক্ষুষ করে গোটা দেশ। সেইদিন থেকেই প্রচারের আলোয় চলে আসে মাহালি পরিবার। অমিত শা চলে যাওয়ার সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই মাহালি পরিবার তৃণমূলে যোগ দেয়। সেই পর্বটিও দেশজুড়ে আলোড়ন ফেলেছিল। দলে টানার সময় পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব জানিয়েছিলেন, অত্যন্ত দরিদ্র এই পরিবারটিকে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সমস্ত প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু হইচই কমতেই মাহালি পরিবারের দিকে কেউ আর ফিরে তাকাননি। ভিভিআইপি-রা বাড়িতে আসার খবর পেয়ে যেভাবে সেই সময় ওই বাড়িটিতে লোক হামলে পড়েছিল তার জেরে বাড়ির বেড়া ভেঙে পড়েছিল। সেই বেড়া ঠিক করার মতো আর্থিক সামর্থ্যও নেই মাহালি পরিবারের। গ্রামের বাসিন্দারাই বলছেন, বিজেপি এবং তার পরে তৃণমূল কংগ্রেস মাহালি পরিবারটিকে নিয়ে রাজনীতি করেছিল। পরবর্তীতে সাড়ে পাঁচ মাস কেটে গিয়েছে, কিন্তু কেউই আর ওই বাড়িটির দিকে চেয়েও দেখেননি।

বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ মাহালি পরিবারকে ব্রাত্য করে রাখার খবর প্রকাশিত হতেই নড়েচড়ে বসে তৃণমূল নেতৃত্ব। শিলিগুড়ি থেকে গৌতম দেব নকশালবাড়ির ব্লক সভাপতি পৃথ্বীশ রায়কে টেলিফোন করে যত দ্রুত সম্ভব ওই পরিবারকে গ্যাসের সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেন। সেই মতো পৃথ্বীশবাবু দলের জেলা নেতা অমর সিনহা সহ অন্য নেতাদের নিয়ে স্থানীয় গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটরের কাছে গিয়ে সকাল ১০টাতেই নতুন গ্যাসের সংযোগের ব্যবস্থা করে তা নিয়ে ওই বাড়িতে গিয়ে জ্বালিয়েও দেন। অমর সিনহা, সুনীল ঘোষ, আনন্দ ঘোষ সহ অন্য তৃণমূল নেতারাও সকাল থেকে ওই বাড়িতে দফায় দফায় গিয়েছেন। মন্ত্রীর নির্দেশে সকালেই ওই বাড়িতে যান নকশালবাড়ির বিডিও বাপি ধর।

এরপর নয়ের পাতায়

খবরের জেরে গ্যাস পৌঁছোল রাজু মাহালির বাড়িতে। –সংবাদচিত্র

যেখান থেকে বিনা টিকিটে যাত্রাই নিয়ম

অভিরূপ দে ● ময়নাগুড়ি

১২ অক্টোবর ঃ এ এক আজব স্টেশন। ঘর আছে, লাইন আছে, যাত্রীও আছে। নিয়ম করে ট্রেনও চলে। কিন্তু স্টেশনে রেলের কোনো কর্মী নেই, নেই বুকিং ক্লার্ক বা স্টেশন মাস্টার। যাত্রীরা আসেন। তাঁরা বিনা টিকিটেই ট্রেনে চাপেন। ইচ্ছে থাকলেও তাঁদের টিকিট কাটার উপায় নেই। বিনা টিকিটে রেল যাত্রার বিরুদ্ধে যখন রেল দপ্তরের থেকে প্রচার অভিযান চালানো হচ্ছে, ঠিক তখনই রেলেরই গাফিলতিতে বিনা টিকিটে ট্রেনে চাপতে বাধ্য হচ্ছেন যাত্রীরা।

ট্রেনে ওঠার পর টিকিট পরীক্ষককে বললে তাঁরা অবশ্য যাত্রীদেরকে ট্রেনেই টিকিট কেটে দেন। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে টিকিট পরীক্ষকের কাছ থেকে টিকিট না পেলে অন্য স্টেশনে নেমে যাত্রীদের খুবই সমস্যায় পড়তে হয়। এছাড়া, বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে স্টেশন তৈরি হলেও বর্তমানে সেটির রীতিমতো হতশ্রী হাল হয়েছে। ময়নাগুড়ি ভোটপট্টি রেলস্টেশনটি বর্তমানে এমনই অব্যবস্থায় ভুগছে। স্টেশনটি যাতে ঠিকমতো টিকে থাকতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে এখানে কর্মী নিয়োগে বাসিন্দারা কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

কর্তৃপক্ষের বক্তব্য জানতে বহুবার চেষ্টা করেও আলিপুরদুয়ারের ডিআরএমের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। রেলের এক আধিকারিক অবশ্য বলেন, 'বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে। সমস্যা মেটানোর বিষয়ে খুব তাড়াতাড়িই উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

ময়নাগুড়ি ব্লকের ভোটপট্টি রেলওয়ে স্টেশনটির গুরুত্ব রয়েছে যথেষ্টই। একসময় বর্তমান বাংলাদেশ তথা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের পাঠগ্রাম রেলস্টেশনের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল এই স্টেশনটি। সেসময় যাত্রীদের ভিড়ে জমজমাট থাকত এই স্টেশন। ১৯৬৮ সালে তিস্তার ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় স্টেশনটি। তারপর থেকেই রেল চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এই স্টেশনে। তবে, ২০০০ সালে তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এই লাইনটিকে সম্প্রসারণ করে মিটারগেজ লাইন দিয়ে ট্রেন চলাচল শুরু হয়।

এরপর নয়ের পাতায়

স্টেশন আছে, লাইন আছে, যাত্রীও আছে। ট্রেনও চলে। কিন্তু স্টেশনে নেই বুকিং ক্লার্ক বা স্টেশন মাস্টার। যাত্রীরা আসেন। তাঁরা বিনা টিকিটেই ট্রেনে চাপেন। ইচ্ছে থাকলেও টিকিট কাটার উপায় নেই।

ময়নাগুড়ি ব্লকের ভোটপট্টি রেলস্টেশন। -সংবাদচিত্র